দৈনিক সংবাদ

তারিখ .. 07 JAN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

'অগ্রিম' পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি বদলে যেতে পারে এ আশঙ্কায় আগেভাগেই পরীক্ষা দিয়ে দেয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকার খবরে জানা যায়, স্কুলগুলোতে টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল নির্বিশেষে পাইকারীভাবে সবাইকে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য 'এলাউ' করা হচ্ছে। এমনকি নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাও 'প্রাইভেট' পরীক্ষার্থী হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় বসার চেষ্টা করছে। এসবকে কেন্দ্র করে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগও শোনা যাচ্ছে।

এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে দু'বছর যাবৎ যে খেলা চলছে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে তার অবসান হওয়া একান্ত জরুরী। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে এক নিয়ম প্রবর্তন এবং স্কুল ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে তা পরিবর্তন, পরের বছর আবারো সেই নিয়ম প্রবর্তন এবং তা প্রত্যাহার পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। কাজেই আগামী বছর থেকে আবার নিয়ম বদলে যাবে সরকারের এ ঘোষণায় যদি কেউ 'অগ্রিম' পরীক্ষা দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার 'সুফল' নিতে উদ্যোগী হয় তো তাকে দোষ দেয়া বৃথা।

কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষের তো উচিত এই হুজুগ বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া। রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম-কানুন কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ঠেকানো বহুলাংশে সম্ভব। কিন্তু প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তেমন কোন ব্যবস্থা আছে কি? আমাদের ফেনী সংবাদদাতা জানিয়েছেন, কতিপয় শিক্ষকের যোগসাজশে বিভিন্ন স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্ররা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে নাম লেখাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা অন্যত্রও ঘটা সম্ভব। বোর্ড কর্তৃপক্ষ আশা করি দ্রুত তদন্ত করে এ জাতীয় অনিয়ম বন্ধের ব্যবস্থা করবেন।